ড. মো. সবুর খান

ড. মো. সবুর খান বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি ও শিক্ষা খাতে একজন উদ্যোক্তা, যিনি এই দুটি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি এবং ড্যাফোডিল ফ্যামিলির চেয়ারম্যান হিসেবে, তিনি এই ক্ষেত্রে নতুনত্ব এবং উৎকর্ষতা আনয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। ১৯৯০ সালে তিনি ড্যাফোডিল কম্পিউটারস প্রতিষ্ঠা করেন, যা ২০০২ সালে বাংলাদেশের প্রথম পাবলিক লিস্টেড আইটি কোম্পানি হিসেবে ঢাকা এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত হয়। এটি দেশের আইসিটি খাতে এক নতুন যুগের সূচনা করে এবং শেয়ারবাজার বিনিয়োগকারীদের আস্থা অর্জন করে। ১৯৯৮ সালে ড্যাফোডিল কম্পিউটারস দেশের প্রথম নিজস্ব কম্পিউটার ব্র্যান্ড 'ড্যাফোডিল পিসি (DCL)' চালু করে এবং ১৯৯১ সালে দেশের প্রথম ক্লোন পিসি অ্যাসেম্বলিং কোম্পানি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়, যা জাতীয় গর্ব এবং প্রযুক্তিগত উন্নতির প্রতীক হয়ে ওঠে।

তথ্যপ্রযুক্তি খাত যখন মূলত বিদেশি প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণে ছিল, তখন ড. খান দেশের প্রথম আইটি-কেন্দ্রিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ড্যাফোডিল ইনস্টিটিউট অব আইটি (ডিআইআইটি) প্রতিষ্ঠা করেন, যা অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে। এই সাফল্যের ভিত্তিতে তিনি ২০০২ সালে ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা করেন, যা আজ বাংলাদেশের মেধা ও প্রতিভার বিশ্বমঞ্চে পরিচয় বহন করছে।

ড. খানের নেতৃত্বে ড্যাফোডিল ফ্যামিলি বর্তমানে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, তথ্যপ্রযুক্তি, এবং বিনিয়োগ খাতে ৪৪টি প্রতিষ্ঠান নিয়ে গড়ে উঠেছে, যা সরাসরি ও পরোক্ষভাবে ১৫,০০০ জনের কর্মসংস্থান প্রদান করছে।

চাঁদপুরে ১৯৬৫ সালে জন্মগ্রহণকারী ড. মো. সবুর খান জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরিসংখ্যানে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ডিগ্রি অর্জনের পর তিনি চাকরির খোঁজ না করে নিজের ব্যবসা শুরু করেন।

তাঁর সুদীর্ঘ কর্মজীবনে ড. খান অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ২০০২-২০০৩ সালে বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির (বিসিএস) সভাপতি ছিলেন এবং প্রধানমন্ত্রীর আইটি টাস্ক ফোর্সের সদস্য ছিলেন। ২০১৩ সালে তিনি ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই) সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর প্রভাব আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও বিস্তৃত, যেখানে তিনি ইসলামিক চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (আইসিসিআই), এশিয়ান ইউনিভার্সিটি প্রেসিডেন্টস ফোরাম (এউপিএফ), এবং ওয়ার্ল্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সার্ভিসেস অ্যালায়েন্সের (উইটসা) বোর্ড মেম্বার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

বর্তমানে, ড. খান ২০২৫-২৬ মেয়াদের জন্য এশিয়া ও প্যাসিফিক অঞ্চলের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের অ্যাসোসিয়েশন (AUAP) এর উপদেষ্টা পরিষদের চেয়ারম্যান, ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ ইউনিভার্সিটি প্রেসিডেন্টস (IAUP) এর ট্রেজারার (২০২৭-২০৩০) এবং বাংলাদেশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমিতির (IAUP) চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এর পূর্বে তিনি AUAP-এর প্রেসিডেন্ট (২০২৩-২৪) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়াও, তিনি গ্লোবাল এন্ট্রপ্রেনিউরশিপ নেটওয়ার্ক (জিইএন) এর বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের চেয়ারম্যান হিসেবে উদ্যোক্তা তৈরিতে নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

ড. খানের শিক্ষা ও ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে অবদান আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। তিনি ইউরোপ, মধ্য এশিয়া, এবং ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনেক সম্মানসূচক ডক্টরেট, ডি.লিট এবং প্রফেসরশিপ অর্জন করেছেন। ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানের ভিত্তিতে লেখা তাঁর বিভিন্ন গবেষণা এবং প্রকাশনা তাঁকে একজন শিক্ষাবিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাঁর লেখা একটি বই, "অ্যা জার্নি টুয়ার্ডস

এন্ট্রপ্রেনিউরশিপ," দুটি ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এছাড়াও তার লেখা গ্রন্থের মধ্যে Art of Living, Handbook of Entrepreneurship Developemnt, উদ্যোক্তা উন্নয়ন নির্দেশিকা, পথিকৃৎ উদ্যোক্তাদের জীবন সংগ্রাম, সংগ্রামী উদ্যোক্তাদের সাহসী পথচলা ইত্যাদি অন্যতম। এছাড়াও, তাঁকে বাংলাদেশ সরকারের দ্বারা বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (সিআইপি) হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। তিনি দেশ-বিদেশে অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননা অর্জন করেছেন।

পেশাগত সাফল্যের পাশাপাশি, ড. খান সামাজিক উন্নয়নে নিবেদিত। তিনি ড্যাফোডিল স্কলারশিপ এবং ড্যাফোডিল ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল সায়েন্স (ডিআইএসএস) এর মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মেধাবী শিক্ষার্থীদের সহায়তা করেন। এছাড়াও, ড্যাফোডিল ফাউন্ডেশনের অধীনে জীবিকা প্রজেক্টের মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের উন্নয়নে কাজ করছেন, যা তাঁর সামাজিক প্রভাবকে আরও সুদৃঢ় করেছে।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য, দয়া করে www.sabur.me ওয়েবসাইটটি দেখুন।